নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গৃহিত কার্যক্রম:

নারীর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ এবং যৌন হয়রানি বন্ধে সকল স্কুল, কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের লক্ষে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিত সভা-সমাবেশ ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া কর্মস্থলে যৌন হয়রানি বন্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের নির্দেশনা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চলমান রয়েছে। পাশাপাশি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করছে:

১) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম:

- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৭.১১.২০১৯ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- কর্মপরিকল্পনার মোট ৪০৩টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে ১৫০টি স্বল্পমেয়াদী ১৯১টি মধ্যমেয়াদী এবং ৬১টি দীর্ঘমেয়াদী, কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ৩৬টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহ রোধ বিষয়ক মত বিনিময় সভা আয়োজনের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৪/১০/২০২১ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে বিভাগওয়ারী দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২৯/১১/২০২১ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী, ২০০৩), (সংশোধনী, ২০২০) প্রণয়ন করা হয়।
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়;
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।
- এছাড়া, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আরো কিছু আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে:
  ক) বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭;
  খ) বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা-২০১৮;
  গ) ডিএনএ আইন-২০১৪:
  ঘ) ডিএনএ বিধিমালা-২০১৮;
  ঙ) যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮;

নারী ও শিশু সুরক্ষায় গঠিত বিভিন্ন কমিটিসমূহ:

- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়।
- এছাড়া ক) কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি
  খ) বিভাগীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি
  গ) জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি

ঘ) উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি

ঙ) ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়।

- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের নিমিত্ত জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি ও যাচাই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২) নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর কার্যক্রম: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১১টি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম শীর্ষক প্রকল্প সমন্বিত সেবা প্রদানের ব্রত নিয়ে দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এ প্রকল্পের কার্যক্রম ইতোমধ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এই প্রকল্পের গুরত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার: ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ফরিদপুর, কক্সবাজার, নোয়াখালী, পাবনা, বগুড়া এবং কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা একস্থান থেকে প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৩টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা, পুলিশী ও আইনী সহায়তা, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা ইত্যাদি ওসিসি হতে প্রদান করা হয়। শীঘ্রই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরো একটি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার চালু হবে।

খ) ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল: দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেলসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারী সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের কাজ করে।

গ) ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী ও বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরী: নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘৃণ্যতম অপরাধ যেমন, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদির তদন্ত ও প্রমাণে এ ল্যাবরটেরীর মাধ্যমে পুলিশি ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পিতৃত্ব অথবা মাতৃত্বের প্রমাণ, বিদেশি অভিবাসী গমনেচ্ছুদের প্রয়োজনীয় ডিএনএ পরীক্ষা, বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিখোঁজ এবং মৃতব্যক্তির পরিচিতি উদঘাটনসহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হয়। উল্লেখ্য যে, দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তার জন্য রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রংপুর এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। এই ল্যাবরেটরীসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গৃহিত মামলার নমুনা সংগ্রহ করে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরীতে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করে।

ঘ) **টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯** প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ১০৯ এ ফোন করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শসহ দেশে বিরাজমান সেবা এবং সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০২১ সালে তৃতীয় শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্য পুস্তকের নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে রোধ ইত্যাদির জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তার লক্ষ্যে টোলফ্রি হেল্প লাইন বিষয়টি মুদ্রণ করা হয়েছে এবং সকল সরকারী ওয়েব সাইটে ও ১০৯ আপলোড করা হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন সেবাযোগ্য কল সংখ্যা ২৫০০ থেকে ৩০০০টি।

ঙ) জয় অ্যাপস নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য স্মার্টফোনে ব্যবহারযোগ্য মোবাইল অ্যাপস 'জয় তৈরী করা হয়েছে। যখন নারী কিংবা শিশু নির্যাতনের শিকার হতে যাচ্ছেন তখন এই অ্যাপসটি ক্লিক করলে তাৎক্ষণিকভাবে

ন্যাশনাল হেল্প লাইন সেন্টার (টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯) এবং অ্যাপসে প্রদত্ত ৩টি এফএনএফ নম্বরে জিপিএস লোকেশনসহ ম্যাসেজ চলে যায়। ১০৯ হতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবাপ্রদান করা হয়।

চ) ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার ও রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার: এই সেন্টার হতে সকল ধরনের নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এবং সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের কাউন্সেলিং সম্পর্কিত সচেতনতা, মৌলিক দক্ষতা, কমিউনিটি এবং সার্পোটিভ কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবাপ্রাপ্তির সুবিধার্থে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৮টি রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে এসকল সেন্টারের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীগণ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টেলি কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করছেন। সামাজিক যোগাযোগ **মাধ্যমে 'সাইকো স্যোশাল সার্পোট ফর করোনা ভাইরাস'** নামে ফেইসবুকের মাধ্যমে এবিষয়ে পরামর্শ প্রদান চলছে।

ছ) রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম: কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এবং ১৩টি মেন্টাল হেলথ সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বিশেষ কার্যক্রম চলছে।

জ) জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম: প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর ব্রশিউর, লিফলেট, প্রকাশনা দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে বিতরণ করা হয়। হেল্পলাইন ১০৯, ওসিসি, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার ইত্যাদি সেবা সংক্রান্ত স্কুল, টিভিসি টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হচ্ছে। আর্ন্তজাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসসহ অন্যান্য বিশেষ দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ও ১০৯ এর উপর কনটেন্ট তৈরী করে ফেইসবুকে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৩) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পদক্ষেপসমূহ:

করোনাকালীন নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে:

- কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট পিটিশন এর আলোকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে হয়রানীর শিকার নারীগণ যাতে দ্রুত লিখিত অভিযোগ প্রদান করতে পারে সে জন্য ৬৪টি জেলায় Complaint কমিটিকে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- সারাদেশে নারীদের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া নির্যাতন সংক্রান্ত সকল ধরনের অপরাধ কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে মিমাংসা সাধনের লক্ষ্যে মহিলা সহায়তা কর্মসূচি নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। বর্তমানে প্রকল্পটি রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।
- নির্যাতিত নারীদের আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬টি বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কর্মসূচির অধীনে ৬টি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- অভিযোগকারী নারীদের মধ্যে যারা নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন তাদের ২ টি শিশু সন্তানসহ (অনধিক ১২ বছর) ৬ মাস আশ্রয় প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- কর্মসূচির অধীনে উপ পরিচালক (ম্যাজিস্ট্রেট), ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, সহকারী পরিচালক এবং সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা দ্বারা নির্যাতিত নারীদের মানসিক ভারসাম্যতা বজায় রাখার স্বার্থে কাউন্সিলিং সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- নির্যাতিত নারীদের সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের বিষয়ে সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত ও ফলোআপ করা হয়। এলক্ষ্যে সদর কার্যালয় হতে কিংবা স্থানীয় প্রশাসন বা আদালত হতে সংশ্লিষ্ট অপরাধের উপর প্রয়োজনীয় তদন্ত বা ফলোআপের নির্দেশনা প্রদান স্বাপেক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

- গাজীপুরে অবস্থিত মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রে আদালতের মহিলা বন্দীদের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন ও প্রতিটি পৌরসভায় একটি করে (৪৫৫৩ টি ইউনিয়ন ও ৩৩০ টি পৌরসভা) মোট ৪৮৮৩ টি ক্লাব স্থাপন করে ক্লাবের সদস্যদেরকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, জন্মনিবন্ধন, বিবাহ নিবন্ধন, যৌতুক, ইভটিজিং, শিশু অধিকার, নারী অধিকার, জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য, যৌননির্যাতন ও নিপীড়ন, পরিবার পরিকল্পনা, মাদকাসক্তি, নারী পাচার, শিশুপাচার, আইনি সহায়তা, এইচআইভি/এইডস, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সর্ম্পককে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
- বাল্য বিবাহ, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, যৌতুকের কুফল, যৌন হয়রানি প্রভৃতি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা করা হয়।
- নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ।
- সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০ হাজার ষ্টিকার ছাপানো ও বিতরণ করা হয়েছে।
- দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্রদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থাকরণ।
- দুঃস্থ মহিলা, অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবর্তী মা'র জন্য ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান।
- কর্মজীবি ও শ্রমজীবি মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনসমূহের নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীসহ সংগঠনসমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান। নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা স্থাপনে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপসমূহ:

(১) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল: নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয় ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকায়, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল নামে একটি লিগ্যাল এইড সেল রয়েছে; সপ্তাহে ০২ দিন, ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে নির্যাতিত দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের বিনা খরচায় আইনগত সহায়তা দেয়া হয়; ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৪০১৫ জন দুঃস্থ অসহায় মহিলাকে আইনগত সেবা দেয়া হয়েছে এবং আদালতে মোকদ্দমা দায়েরে লক্ষ্যে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে ১৫৮ টি অভিযোগ; মোহরানা ও খোরপোষ বাবদ বিবাদীর কাছ থেকে বাদিনীকে আদায় করে দেয়া হয়েছে ৯৫,২২,৯৫০/- (পঁচানব্বই লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা। এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থায় জাতীয় মহিলা সংস্থা মনোনিত ০২ জন আইনজীবী তালিকাভুক্ত আছেন।

(২) নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ: নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধকল্পে এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলা শাখায় প্রশিক্ষণার্থী, ঋণ গ্রহীতা এবং এলাকার মহিলাদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৮৮৩২টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ২,১৯,২১১ জন মহিলাকে সচেতন করা হয়েছে।

(৩) যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ: যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধকল্পে জাতীয় মহিলা সংস্থার ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলা শাখায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৭৭২৯ টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ১,৫২,১৬৭ জন মহিলা ও যুবাকে সচেতন করা হয়েছে।